(North Atlantic Treaty Organization)। NATO-কে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমর্থনকারী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত-বিরোধী সামরিক জোট বলে মনে করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত NATO বিরোধী একটি জোট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমর্থনকারী রাষ্ট্রগুলি গড়ে তোলে। এই জোট Warsaw Pact নামে পরিচিত। Warsaw Pact-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন-বিরোধী সামরিক জোট বলে মনে করে। 1947 খ্রিস্টাব্দে ট্রুম্যান নীতিতে বলা হয় বিশ্বের যে-কোনো অংশ যদি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে আক্রান্ত হয় এবং শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ভেঙে পড়ে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী ভূমিকা নেবে। আবার মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের অর্থ সাহায্য দেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করত এটা তাদের কর্তব্য। তা ছাড়া 1949 খ্রিস্টাব্দে চিনে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে।

দ্বিতীয় পর্যায় (1950 থেকে 1953 খ্রিস্টাব্দ)

ইউরোপে ঠান্ডা যুদ্ধের ক্ষেত্রগুলির সীমানা 1949 খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই প্রায় পাকাপাকি হয়ে যায়। এরপর ঠান্ডা যুদ্ধ 1950 খ্রিস্টাব্দে এশিয়া মহাদেশে প্রবেশ করে। এশিয়ায় ঠান্ডা যুদ্ধের প্রবেশের মূল কারণ হল কোরিয়ার যুদ্ধ। উত্তর কোরিয়া 1950 খ্রিস্টাব্দের 25 জুন দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে। উত্তর কোরিয়া ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব। গণপ্রজাতন্ত্রী চিন 1950 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে উত্তর কোরিয়ার পক্ষে যোগদান করলে এই যুদ্ধ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 1953 খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। এই পর্যায়ের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 1952 খ্রিস্টাব্দে জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর দান। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর দান।

তৃতীয় পর্যায় (1953 থেকে 1962 খ্রিস্টাব্দ)

1953 খ্রিস্টাব্দের 5 মার্চ স্তালিনের মৃত্যু হয়। এর ফলে ঠান্ডা যুদ্ধের গতিপথের পরিবর্তন ঘটে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবর্তী শাসকরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অশান্তির প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তথাপি ঠান্ডা যুদ্ধের উত্তেজনা কিছুটা কমে আসে। সুইটজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে 1955 খ্রিস্টাব্দে দুই Super Power-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও এর সিদ্ধান্ত তেমন আশাপ্রদ ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন 1956 খ্রিস্টাব্দে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে হাঙ্গেরির গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ করে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাঙ্গেরিতে ইমরে নেগির নেতৃত্বে সোভিয়েত-বিরোধী অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ পশ্চিম ইউরোপ সোভিয়েত নীতির খুবই নিন্দা করে এবং তারা তাদের 'সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী' বলে অভিহিত করে।

আবার সুয়েজ খাল সংকটকে কেন্দ্র করেও দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত নিলে ব্রিটেন এ ব্যাপারে আপত্তি জানায়। মিশরের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগদান করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে সমর্থন করে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোয়েন্দা বিমান U-2-কে 1960 খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েতের মাটিতে নামিয়ে আনলে এক যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় ক্রুশ্চেভ ও আইজেনহাওয়ারের শীর্ষ বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতার জন্য 1960 খ্রিস্টাব্দের 'কঙ্গো সংকট'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। কঙ্গোর গৃহযুদ্ধের সুযোগে দুই শক্তিধর রাষ্ট্র কঙ্গোর দুই জাতিগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দিক থেকে মদত দিয়ে কঙ্গো তথা আফ্রিকায় সংকট ঘনীভূত করে তোলে। 1961 খ্রিস্টাব্দে জন এফ কেনেডি একটা সমাধান সূত্র বের করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার পথ খুঁজলেও 'বার্লিন সংকট' তার পথে বাধা হয়ে

Scanned with CamScanner